নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৮৩-৯৪
©২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালযয়, ঢাকা

সাইবর্গচরিত: প্রস্তাবিত একটি লড়াইয়ের প্রসঙ্গে

নাসরিন খন্দকার[*]
মির্জা তাসলিমা সুলতানা[**]

১.

> "আমি দেবী না হয়ে বরং সাইবর্গ হতে চাই"- ডোনা হারাওয়ে (১৯৯১; ১৮১)

ডোনা হারাওয়ের সাইবর্গ ম্যানিফেস্টো আমাদের এই লেখার মূল বিবেচ্য। সাইবর্গ ম্যানিফেস্টো পশ্চিমা উচ্চ প্রযুক্তির বিষয় বলে আমাদের মনে হতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই পশ্চিমা ও অচেনা সাইবর্গের ধারণা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক? প্রাসঙ্গিক, কারণ বৈশ্বিকীকরণের এ সময়ে দুনিয়ার সকলেই পরস্পর কোন না কোন সূত্রে যুক্ত, হয়তো সময়ের ব্যবধান কাজ করে প্রযুক্তিগুলো সর্বত্র বিস্তৃত হতে। আর তথ্য প্রযুক্তির রাজত্বের কারণে গতকাল যা পশ্চিমে প্রাসঙ্গিক তা আজই প্রাসঙ্গিক আমাদের জন্য। ফলে, এ প্রসঙ্গে আমরা ডোনা হারাওয়ের রাজনৈতিকতা আমাদের বিশেষ বিবেচনায় রাখছি। তিনি সাইবর্গ এর মাধ্যমে অবাস্তব, অনুমিত ও ভবিষ্যত কোনো সত্তার প্রস্তাবনা দেন না, বরং তার সাইবর্গের প্রস্তাবনা প্রতিকী। এই সাইবর্গ জৈবিক মানুষের সারসত্তাবাদী (essentialist) ধ্যান-ধারণা হতে মুক্ত। সাইবর্গ বিদ্যমান বৈষম্যের বিপরীতে নতুন সত্তা ও নতুন সাম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে। তিনি তাই সাইবর্গকে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন না, বরং কাঙ্খিত্‌ 'সাইবর্গ' হয়ে উঠার প্রস্তাবনা দেন। প্রাথমিক ভাবে তার সাইবর্গ মানুষ ও যন্ত্রের সমন্বিত সত্তা যা বর্তমানে বিদ্যমান, কিন্তু একই সাথে এই সত্তাকে তিনি অর্জনের লক্ষ্য হিসেবেও দেখতে চান, যা বিদ্যমান সামাজিক সত্তাগুলোকে ভেঙ্গে দেবে, সমস্ত সীমারেখাগুলো ভেঙ্গে নতুন বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লড়াই এর সূচনা করবে। হারাওয়ের সাইবর্গ তাই তার রাজনৈতিকতাকে ধারণ করার লক্ষ্যে নিয়োজিত। এই পৃথিবীতে বর্তমানে জৈবিক ও যান্ত্রিকতার সমন্বয়ে মানুষ আর Homo sapiens নয়, সে Homo cyborg, কিন্তু বৈষম্যহীন সমাজের রাজনৈতিক লক্ষ্যের পথে চালিত হবার সম্ভাবনা রাখে বলেই তা নারীবাদী সমতার লড়াইয়ের জন্য সম্ভাবনাময় সত্তা। সাম্প্রতিক বাস্তবতায় এধরনের একটি ধারণা আমাদের জন্য খুবই জরুরী ছিল, কারণ

---

[*] প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ই-মেইল: nasrin.khandoker@gmail.com

[**] সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ই-মেইল: shouptik@gmail.com

সার্বক্ষণিক বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার যেমন আমাদের জীবনের অর্থ বদলে দিয়েছে, আবার, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আই, ভি, এফ,) আমাদের সামাজিক সম্পর্ক বদলে দিয়েছে এবং প্রশ্নবিদ্ধ করেছে আমাদের এতদিনের যাপিত জীবনকে। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে তাই আমাদের লেখার প্রধান অংশ জুড়ে থাকছে, হারাওয়ের সাইবর্গ প্রস্তাবনাটির একটি সার সংক্ষেপ, এতে অবশ্য তার তাত্ত্বিক অবস্থান বুঝতে আমরা তাঁর অন্য লেখার প্রাসঙ্গিক অংশ আলোচনায় এনেছি। শেষে আমরা সাইবর্গ ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতা এবং লড়াইয়ের রাস্তা বিবেচনায়, উপযুক্ততা খোঁজার প্রয়াস নিয়েছি।

২.

ডোনা হারাওয়ে তাঁর রচিত সাইবর্গ ইস্তেহারের শুরুতে বলছেন তিনি এমন একটি মিথ তৈরীর প্রচেষ্টা নিতে চান যা, নারীবাদ, সমাজতন্ত্র ও বস্তুবাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। এই মিথটি হচ্ছে সাইবর্গ, তাঁর মতে, ''সাইবর্গ হচ্ছে একটি সাইবারনেটিক জৈবসত্তা, যন্ত্র ও জৈবসত্তার একটি শঙ্কর, একই সাথে সামাজিক বাস্তবতা এবং ফিকশন থেকে সৃষ্ট একটি সৃষ্টি'' (হারাওয়ে. ১৯৯১)। ১৯৬৪ থেকে সাইবর্গ শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে, যখন সাইবর্গ দিয়ে মানুষের জৈবসত্তা ও যন্ত্রব্যবস্থার সম্মিলনকে বোঝানো হত (থমাস, ১৯৯৫)। ডোনা হারাওয়ে একজন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হিসাবে কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের অনুসরণে সাইবর্গ ইস্তেহার রচনা করেন। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হওয়ার কারণে তিনি যেমন মার্কসের তৈরী করা পথে হাঁটতে চেয়েছেন, আবার একইসাথে ঐ পথের দূর্বলতা চিহ্নিত করেন ও সময়োপযোগী পরিবর্তিত পৃথিবীর বাস্তবতা বুঝতে সাইবর্গ ধারণার প্রস্তাবনা করেন।

হারাওয়ের মতে সায়েন্স ফিকশনগুলো সাইবর্গে ভর্তি। যেখানে প্রাণীগুলো একই সাথে পশু ও যন্ত্র অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও নির্মিত। আধুনিক জৈবচিকিৎসাবিদ্যাও সাইবর্গ দিয়ে ঠাসা, যেখানে জৈবসত্তা ও যন্ত্রের সমন্বয় রয়েছে। প্রত্যেকটি হচ্ছে কোডকৃত উপাদান। তিনি বলতে চান বিংশ শতাব্দী হচ্ছে এই সাইবর্গের সময়, যা হচ্ছে যন্ত্র ও জৈবসত্তার হাইব্রিড। তিনি একাধারে সাইবর্গকৃত অবস্থাকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক পরিণতি বলছেন, আবার এই অবস্থাকেই অবিনাশী এবং অপার সম্ভাবনাময়ও মনে করছেন। সাইবর্গ হচ্ছে তাঁর মতে লিঙ্গীয় সম্পর্ক উত্তর একটি সৃষ্টি। পাশ্চাত্য ধারণা মতে সকলকিছুর যে উৎস গল্প থাকে সেটা সাইবর্গের নেই; মার্কসবাদ বা মনোবিশ্লেষণের মত শ্রমিক বা ব্যক্তির বা লিঙ্গীয় সম্পর্ক গঠনের মত কোন আসল ঐক্য থেকে এর শুরু নয়। যে আসল ঐক্য থেকে ভিন্নতার শুরু, ঐ ঐক্য থেকে নারী ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য শুরু হয়েছে। সাইবর্গ সত্তা 'প্রথম ঐক্যের' এই ধাপটি বাদ দিয়ে যায়।

সাইবর্গ খন্ডিত, তামাশাকারী, ঘনিষ্ট ও বিকৃত। এটা বৈপরিত্যপূর্ণ, ইউটোপিয় এবং কোন ভাবেই নির্মল নয়। এরা সমগ্রকে ভয় পায় কিন্তু পরস্পরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন অনুভব করে। তারা অগ্রবর্তী রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে চায় কিন্তু কোন 'ভ্যানগার্ড' দলভূক্ত হতে চায় না। মূল সমস্যা শুরু হয়েছে সাইবর্গ হচ্ছে সামরিক বাহিনী এবং পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদের অবৈধ সন্তান। ফলে অন্যান্য অবৈধ সন্তানের মত এরাও তাদের উৎসের প্রতি বা পিতার প্রতি অবিশ্বস্ত।

হারাওয়ে তার আলোচনায় সাইবর্গ ইস্তেহারের মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মতাদর্শিক ভিত্তি কাঠামোকে কম গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি আধুনিকতার তিনটি পবিত্র সীমানাকে প্রশ্ন করেছেন। পশু ও মানুষের ভিন্নতাকে, যন্ত্র ও জীবনের ভিন্নতা এবং ফিজিক্যাল ও নন-ফিজিক্যাল এর ভিন্নতাকে তার আলোচনায় ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়। বিংশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিতে দেখা যাচ্ছে পশু ও মানুষের দূরত্ব ঘুঁচে গেছে। অনেক মানুষ আর এই ভিন্নতার কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না। পশু ক্লেশ নিবারণ নিয়ে আন্দোলনকারীরা মানুষের অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অযৌক্তিক মনে করছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সর্বক্ষণই অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের তুলনা চলছে। মানুষ ও পশুর এই ভিন্নতা যেখানে লঙ্ঘিত হয় সেখানেই সাইবর্গের প্রবেশ।

এছাড়া পশু, মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যেও আর সীমানা নেই হারাওয়ের মতে। আগে যেমন যন্ত্রের নিজের স্থানান্তরের বা স্বাধীনতার সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু বিংশ শতকের শেষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমতার সীমানা, শরীর ও মনের সীমানা, স্ব-উন্নতি ও "বাইরে থেকে অঙ্কিত" কাঠামোর সীমানা এবং যন্ত্রের সাথে জৈবিক সত্তার এমন অনেক সীমানা ভেঙ্গে গেছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে কম্পিউটারের কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে যন্ত্রের নির্ধারণ শুরু হয়েছে একটি মাত্র মতাদর্শিক পরিসরের মাধ্যমে, যেখানে যন্ত্র ও জৈব সত্তাকে কোডকৃত টেক্সট মনে করা হয় যাতে আমরা পৃথিবীকে লিখি এবং পড়ি। আবার ফিজিক্যাল ও নন-ফিজিক্যালের সীমানাও ভেঙ্গে যাচ্ছে সিলিকন চিপের ব্যবহারের মাধ্যমে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থার রূপান্তরণের মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতার ধরনে পরিবর্তন হচ্ছে। অণু পরমাণুর বিভক্তির কারণে ক্রুজ-মিসাইলের মত অস্ত্রশস্ত্র আবিস্কৃত হচ্ছে। এছাড়াও সিগন্যাল, ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গের মাধ্যমে বা বিভিন্ন বহনযোগ্য যন্ত্রের মাধ্যমে ফিজিক্যাল ও নন-ফিজিক্যালের দূরত্ব ঘুচে গেছে।

৩.

নারীবাদী ডিসকোর্সে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নারীর অভিজ্ঞতাকে হারাওয়ে তাঁর বিশ্লেষণেও ব্যবহারের প্রস্তাবনা করেন, তবে তিনি নারী মাত্রই সকলের কোনো অনিবার্য একতার বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন নারীদের মধ্যে প্রাকৃতিক

কোনো বন্ধন নেই, এমনকি সামাজিক অনুশীলনে এবং লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণীভেদে পিতৃতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতা এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয়। সেকারণে তিনি মনে করছেন, নারীরা 'আমরা' বলতে যেমন কোনো একতাবদ্ধ গোষ্ঠী দাবী করতে পারেনা, তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা সকল সমাজে একই অপরিহার্য বৈশিষ্টমন্ডিত (essential) নয়। এই জায়গা থেকে তিনি সমাজতান্ত্রিক/মার্ক্সিস্ট নারীবাদ এবং মনোবিশ্লেষণী নারীবাদের সাথে দ্বিমত করেন। মার্ক্সীয় শ্রমিকের যেমন সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা, এইভাবে নারীর মধ্যে প্রাকৃতিক একতা না দেখে নারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া তার আগ্রহের জায়গা। বরং তিনি উত্তরাধুনিক সত্তাকে দেখতে পান যারা খন্ডিত (fractured) এবং তাদের এই অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ মনে করার কিছু নেই, অসম্পূর্ণতাই এদের বৈশিষ্ট্য, এই অভিজ্ঞতাকে তিনি Situated Knowledge বলছেন।

হারাওয়ে সাইবর্গ ম্যানিফেস্টোতে যে লড়াইয়ের প্রস্তাবনা দেন তার পথ খুঁজে পাওয়া যায় সান্ড্রা হার্ডিং এর সমালোচনার উত্তরে তার রচিত প্রবন্ধে 'Situated Knowledge' ধারণা ব্যবহারের মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে তার বইয়ের ১৯৯১ সংস্করণের সাথে যুক্ত করা হয়। হার্ডিং এর বই 'The Science Question in Feminism' এ হার্ডিং, হারাওয়ের মত উত্তরাধুনিক যুক্তি ব্যবহার করে নিরপেক্ষ বিজ্ঞানকে বাতিল করতে চান না বরং নারীর রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনে নারীবাদী বিশ্লেষণ দ্বারা নতুন নিরপেক্ষ বিজ্ঞান তৈরী করতে চান। হারাওয়ে হার্ডিং এর সমালোচনার প্রেক্ষিতে তার প্রবন্ধে শক্তিশালী ক্রিটিক্যাল তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও সেই তত্ত্বের সারসত্তাবাদী (essentiolist) ঝোঁক এর ঝুঁকি হতে দুরে থাকতে চান। এই প্রসঙ্গে তার প্রস্তাবনা হচ্ছে খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে (Vision) বিবেচনায় আনা। তিনি বস্তুবাদী চিন্তাকে আংশিক ও খন্ডিত জ্ঞানের মধ্যে দেখতে চান। যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, শরীর ও মন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক এর মধ্যের সীমারেখাকে বিলুপ্ত করে দেয়। যে জ্ঞান বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভুত, যে জ্ঞান স্ট্যান্ডপয়েন্ট হতে দেখা নয় বরং তার 'সিচুয়েটেড' জ্ঞান আংশিক ও স্থানিক, অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যাওয়া জ্ঞান নয়। তাঁর মতে নারীবাদীদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান হয়ে উঠতে পারে বিচ্ছিন্ন অবস্থানের ও অভিজ্ঞতালব্ধ, যা উপর থেকে আবিষ্কার করে না। বরং তা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান হতেই সংলাপের মাধ্যমে উঠে আসতে পারে।

৪.

রাজনৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানের প্রয়োজনে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক ও নারীবাদী অবস্থান থেকে সম্ভাব্য ঐক্যের প্রস্তাব করতে চান। এজন্য তিনি সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক সম্পর্কগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে বন্ধনের মাধ্যমে যেভাবে পুনর্বিণ্যস্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এমন একটি রাজনীতির কথা বলতে

চান যার শিকড় নতুন গড়ে উঠা শ্রেণী, বর্ণ ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত। তিনি মনে করছেন আমরা এমন একধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যা জৈবিক শিল্পায়িত সমাজ থেকে বহুধাবিভক্ত এবং তা তথ্য ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। তিনি একটি চার্টের (১৯৯১, পৃ; ১৬১) মাধ্যমে দেখিয়েছেন পুরনো নিশ্চিত স্তরায়িত আধিপত্য থেকে আমরা ভয়াবহ নতুন সম্পর্কজালের মধ্যে প্রবেশ করছি, যাকে হারাওয়ে "আধিপত্যের তথ্য" (informatics of domination) বলছেন (প্রাগুক্ত)। এক্ষেত্রে বায়োটিক উপাদান বলতে আর কোন অনিবার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকতে হবে, তা বোঝায় না। বরং নির্দিষ্ট নকশা, সীমানা, নির্দিষ্ট হারের প্রবাহ, যুক্তি ব্যবস্থা এবং চাপ কমানোর মূল্য ইত্যাদি থাকবে, তা বোঝানো হয়। একইভাবে পুনরুৎপাদন বললে পরিবেশ ব্যবস্থায় লাভ ক্ষতি থাকবে এমন কৌশলকে বোঝায়। এখানে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে পুনরুৎপানের মতাদর্শ অকার্যকর এবং অযৌক্তিক, যেমন পূর্বতন পরিবারের ধারণা আর এব্যবস্থায় কাজ করে না। এইভাবে বর্ণবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ এখন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বা আধুনিকতার হার বা চাপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এখানে পাশ্চাত্য নিজের সিদ্ধান্ত দাতার ভূমিকাকে এবং তার বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে। ফলে, নারীর পুনরুৎপাদনের ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ভাষার মাধ্যমে। এজন্য হারাওয়ের মতে সাইবর্গ ফুকোর বায়ো পলিটিক্সের[১] বিষয় নয়, বরং সাইবর্গ, রাজনীতির এছাড়া (simulate), যার অনেক কার্যক্রমের সম্ভাবনা আছে। এজন্য তিনি মনে করছেন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের রাজনীতি হওয়া উচিৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে নির্ধারিত সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ে তত্ত্ব এবং প্রায়োগিকতার কাজ করা। একইসাথে যেসব মিথ ও অর্থ আমাদের কল্পনাকে অবয়ব দিচ্ছে সেগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হবে। সাইবর্গ হচ্ছে উত্তর আধুনিক যৌথ ও ব্যক্তিক সত্তা, নারীবাদের এই সত্তার কোড করা উচিৎ। আমাদের শরীরকে নির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি। তথ্য বিজ্ঞান ও আধুনিক জৈববিজ্ঞান একইধরনের বিষয় দিয়ে তৈরী, সেটা হচ্ছে জগৎকে কোডে রূপান্তরিত করা। একটা সর্বজনীন ভাষার অনুসন্ধান করা যা দিয়ে বিনিয়োগ ও বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণ তৈরী করা যায়, যার মাধ্যমে সকল বিষমতা, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য হারিয়ে যায়। সাইবারনেটিক, টেলিফোন প্রযুক্তির পেছনের তত্ত্ব, কম্পিউটার নকশা, অস্ত্র তৈরী অথবা ডাটাবেস তৈরী ও টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি হচ্ছে জগৎকে কোডে রূপান্তরণের উত্তম উদাহরণ। তথ্য হচ্ছে গণনাযোগ্য উ়পাদান, যার সর্বজনীন অনুবাদ করা যায়, ফলে এটা হচ্ছে অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রশ্নের মধ্যে পড়তে পারে যদি এই কোডকৃত যোগাযোগের মধ্যে কোন ব্যত্যয় ঘটে বা হস্তক্ষেপ হয়।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে জগৎকে যেভাবে কোডে রূপান্তর করা হয়, তা হচ্ছে, মলিক্যুলার জেনেটিক, পরিবেশ, সামাজিক জীববৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদী তত্ত্ব, ইমিউনিয়্যবায়োলজি। জৈব অবস্থাকে জেনেটিক কোডে রূপান্তরিত করে বোঝা হয়। অর্থাৎ জৈব অবস্থা এখন বায়োটিক উপাদান নয়, জ্ঞানের বিষয়, বিশেষ ধরনের তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপকরণ। ফলে এভাবে পশু ও মানুষের ব্যবধান ঘুঁচে যায়। তিনি মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমূহ পৃথিবীর কাঠামোয় বড় সড় পরিবর্তন করেছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি ইলেক্ট্রনিক্সের উপর নির্ভর করে। আধুনিক রাষ্ট্র, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক ক্ষমতা, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, স্যাটেলাইট ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, আমাদের কল্পনাকে বাস্তব বানানো, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আমাদের শরীরে জৈব চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক নির্মাণ, বাণিজ্যিক পর্ণোগ্রাফী, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন, ধর্মীয় আধিপত্য (religious evengelism) নির্ভর করে ইলেক্ট্রনিক্সের উপর। মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের মাধ্যমে শ্রম এখন রোবটিক এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যৌন সম্পর্ক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ ও পুনরুৎপাদন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত এবং মন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। যোগাযোগ বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান এখন জ্ঞানের প্রাকৃতিক প্রযুক্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে যেখানে মন ও দেহ, যন্ত্র ও জৈবসত্তার দূরত্ব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রযুক্তি নির্ধারণবাদ তাঁর বিবেচ্য নয়, বরং তিনি ঐতিহাসিক ব্যবস্থা দেখতে চান, যার উপর মানুষের কাঠামোগত সম্পর্ক নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষমতার টাটকা উৎস, ফলে আমাদেরও টাটকা বিশ্লেষণ ও কাজ প্রয়োজন। বর্ণ, যৌনতা, শ্রেণীর ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক সম্পর্কে যে নতুন ব্যবস্থা এনেছে তা বিবেচনা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের জন্য বেশী প্রাসঙ্গিক ও প্রগতিশীল হবে।

৫.

ডোনা হারাওয়ে তাঁর এই প্রবন্ধে সমসাময়িক বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করেন রিচার্ড গর্ডন এর ধারণা 'গৃহশ্রম অর্থব্যবস্থা' দ্বারা। এই অর্থনীতি বর্ণ বা লিঙ্গ প্রশ্নে মোটেই নিরপেক্ষ নয়। এটি নির্মাণ করে বর্ণ ও জাতিসত্তার নতুন ধারণা। যদিও এই অর্থব্যবস্থাতে প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতার কারণে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের জীবনেও কাজ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়, পাশাপাশি এতে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং নারীর জীবন আরোও নাজুক হয়ে উঠে। তাঁর মতে এই অর্থব্যবস্থাতে কর্মক্ষেত্রে নারীকেন্দ্রিকতা বেড়েছে কেননা শুধু তৃতীয় বিশ্বে নয়, শোষণের সুবিধার্থে উন্নত বিশ্বেও শ্রমশক্তি হিসেবে নারীর চাহিদা তৈরী হয়েছে, যার ফলে এর সাথে নারীর যৌনতা, ভোগ, পুনরুৎপাদন ইত্যাদিও এই অর্থব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থ লাভ করে। শ্রমের এই নারীকরণ (feminization of labor) k^{a}wgK‡K আরো নাজুক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ বা শোষণের উদ্দেশ্যে হাতে রাখা যায়।

একইসাথে এই উচ্চ প্রযুক্তিগুলো নারীর যৌনতা ও পুনরুৎপাদনকে প্রভাবিত করছে, যেখানে শরীর হয়ে উঠে ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি এবং উপযোগ-ভোগের যন্ত্রমাত্র। শরীর, বিশেষতঃ নারী শরীর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃশ্যকরণ(ultrasound) এবং হস্তক্ষেপের ফলে। এই ব্যবস্থা হতে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ডিসকোর্স নির্মাণ ও আবিস্কারে নারীর অগ্রাধিকার, প্রয়োজন তাই নারীবাদী বিজ্ঞানের। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যেখানে উচ্চ প্রযুক্তি আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও নিয়ন্ত্রিত করে, নারীর সংগ্রাম ও নারীবাদী বিজ্ঞানের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ঐক্য এই পরিস্থিতিতে কি উপায়ে অর্জিত হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঘর-বাহির, নারী-পুরুষ, ব্যক্তিগত-রাজনৈতিক ইত্যাদির বৈপরীত্যমূলক মতাদর্শকে পরিত্যাগ করে নারীকে স্থাপিত করতে চান সম্পর্কজালের ধারণার মাধ্যমে যা ব্যক্তিগত শরীর ও শরীর রাজনীতির ভেদরেখাকে মুছে দেয়। এই সম্পর্কজাল নারীবাদী বা কর্পোরেট উভয় স্বার্থেই ব্যবহৃত হতে পারে- বিপরীতমুখী সাইবর্গ দ্বারা। এই প্রসঙ্গে তিনি গৃহ, বাজার, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র, স্কুল, হাসপাতাল এবং চার্চে ভিন্নমুখী পরিস্থিতিতে লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণীকে স্থাপিত করেন, সেইসাথে এই বিচ্ছিন্ন সত্তাগুলোর সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্যমূলক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেন। তার প্রস্তাবনা: আধিপত্যের এই সম্পর্ককে উল্টে দিতে লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণীর নতুন ধরনের সংযুক্তির প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপী বঞ্চিতদের কঠিন অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে এই সংযুক্তি সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন নিজ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া এবং এসকল খন্ডিত অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার যোগ্য তত্ত্ব। সেইসাথে নারীবাদী লক্ষ্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা পুরুষের কাছ থেকে নয় বরং যন্ত্র ও পশুর কাছ থেকে নেয়া ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে নারীবাদী বিজ্ঞান তৈরী সম্ভব।

সবশেষে হারাওয়ে বিশ শতকের শেষে রাজনৈতিক কল্পনায় সত্তা ও সীমা প্রসঙ্গে একটি মিথের প্রস্তাবনা করেন। তিনি বেশ কয়েকজন গল্প লেখকের কাছে তার ঋণ স্বীকার করছেন। তাদেরকেও তিনি সাইবর্গের তাত্ত্বিক বলছেন। ম্যারি ডগলাসের মত তাত্ত্বিকও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি দেহের সীমানা ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক দেখান। একইরকম ইরিগারে যেভাবে কাম, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাজনীতি গ্রথিত (embodied) থাকে , তা নিয়ে লিখছেন। যারা লিখতে গিয়ে জৈবিকতাকে যন্ত্রের চাইতে কাম্য মনে করছেন, তারা পুঁজিবাদের পরের ধাপের চেতনা ও যন্ত্র দ্বারা আপ্লুত নন, এ অর্থে তিনি মনে করছেন এরাও সাইবর্গ। তিনি চাইছেন সাইবর্গ সত্তা তার গল্প বলার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের ফ্যালোগোকেন্দ্রিকতাকে[২] আঘাত করবে। পাশ্চাত্যের লেখ্য রূপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কাঠামো ও মানদন্ডকে ভেঙে দেবে। বরং সাইবর্গ লেখালেখি হবে টিকে থাকার ক্ষমতা প্রসঙ্গে, কোন প্রাথমিক নির্মলতা প্রসঙ্গে

নয়। এক্ষেত্রে গল্প বলা, পুণরায় বলা গল্প বা প্রাকৃতিক সত্তার স্তরায়িত দ্বৈততাকে প্রতিস্থাপিত করে যে সংস্করণ, তাই হতে পারে হাতিয়ার। এখানে সাইবর্গ লেখক পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির উৎসকে ভেঙে দেবে। সুতরাং সাইবর্গ রাজনীতি হচ্ছে ভাষার জন্য লড়াই এবং যথাযথ যোগাযোগের বিরুদ্ধে লড়াই। অর্থাৎ ফ্যালোগোকেন্দ্রিকতার মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। সাইবর্গের লেখনী সামগ্রিক নয়, খন্ডিত এবং আংশিক। অর্থাৎ এই লেখনী সাহিত্যের অবিনির্মাণ নয় বরং মধ্যবর্তী রূপান্তরণ (liminal transformation)[৩]। এক্ষেত্রে কোন প্রাথমিক নির্মলতা থেকে গল্প শুরু হয় না বা শেষে আবার একটা সমগ্রতায় ফিরে যাওয়ার কল্পনা থাকে না। তিনি মনে করেন, যন্ত্র ও জৈবিকতার সম্মিলনের গল্প নিয়ে সিনেমা নির্মাতা কিংবা বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষের গল্প লেখকগণ সাইবর্গের দায়িত্ব পালন করছেন।

সাইবর্গের কল্পনা থেকে তিনি দুটো যুক্তি দিচ্ছেন, প্রথমত: সর্বজনীন ও সামগ্রিক তত্ত্ব নির্মাণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল, কারণ এই তত্ত্ব বাস্তবতার বেশীরভাগটুকু ধরতে পারে না। দ্বিতীয়ত: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামাজিক সম্পর্কের দায়িত্ব নিলে বিজ্ঞান বিরোধী অধিবিদ্যার বিরোধিতা করা হয় এবং যন্ত্রের বিভৎসতা সম্পর্কিত ধারণারও বিরোধীতা করা হয়। তার মানে তিনি প্রতিদিনের জীবনকে পুনর্নির্মাণ করতে বলছেন যাতে অন্যদের সাথে আংশিক যোগাযোগ করা যাবে এবং আমাদের নিজেদেরও প্রত্যেক অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

৬.

হারাওয়ের সাইবর্গের ধারণা পশ্চিমা সভ্যতার দ্বিবিভাজন, পশ্চিমা জ্ঞানের দ্বিবিভাজনের প্রতি তামাশাপূর্ণ একটি অবস্থা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সংক্ষেপে বললে তিনি পশু ও মানুষের; যন্ত্র ও প্রাণীর, লিঙ্গীয় সম্পর্কের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে দেওয়া সাইবর্গের প্রস্তাবনার শেষে আমাদের বিজ্ঞানের ভয়াবহতা বা বিশ্বসভ্যতার বিপরীতে মানুষের সাথে বিজ্ঞানের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী করে তোলেন । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জীববিজ্ঞানী হিসাবে তিনি কোনো অনিবার্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রবলের আধিপত্যকে দেখতে পান না, সেকারণে বিজ্ঞানের একক কোনো আধিপত্যকারী ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন না, সাইবর্গীকৃত অবস্থা অর্থাৎ যন্ত্র ও মানুষের ব্যবধানহীনতা, পশু ও প্রাণীর ব্যবধানহীনতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আধিপত্যের মধ্য থেকে ঐ অবস্থার যে অভিজ্ঞতা বা সিচুয়েটেড জ্ঞানকে তিনি গল্প লেখার মধ্য দিয়ে উম্মোচন করতে চান। এর মধ্যদিয়ে তিনি মধ্যবর্তী একধরনের রূপান্তর চান। তার এই প্রস্তাবনায় তিনি সাইবর্গকে রূপক হিসেবে স্থাপন করে এই দশা থেকে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ আশা করেন। সাইবর্গ একটি প্ল্যাটফর্ম, কিন্তু এই প্ল্যাটফরমে নেতৃত্ব দানকারী কোনো দল থাকবেনা। যেমন করে মার্ক্সবাদী লড়াই এর ক্ষেত্র হিসেবে মধ্যবর্তী শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে মনে করা

হয়েছিল, তিনি এর বিরোধিতা করেন, সাইবর্গকৃত অবস্থা 'Class in itself'[৪] এর সাথে তুলনীয় কিন্তু যে সাইবর্গ গল্পগুলো লিখবে তাকে 'Class for itself' বলা যায় না। কারণ সকল সাইবর্গ, সংগ্রাম সংঘটিত করবে তা তিনি মনে করেন না। কারণ এই বাস্তবতায় এর চাইতেও বেশী প্রতিরোধ তিনি আশা করেন না। বরং সাইবর্গ গল্পগুলোর মধ্যদিয়ে বিজ্ঞানের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তবে তিনি গল্প লেখা ছাড়াও সংগঠিত প্রতিরোধ হিসাবে LAG[৫] এর মত সাইবর্গ সমাজ প্রতিষ্ঠাকে উদাহরণ হিসাবে এনেছেন যারা নিউক্লিয়ার বিরোধী মিছিলের আয়োজন করেছিল, অনেক ধরনের দলকে একত্রিত করেছিল রাষ্ট্রকে অস্ত্রহীন করতে।

আমাদের জন্য ভোনা হারাত্তয়ের বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবনাটি চমকপ্রদ মনে হয়েছে। বিজ্ঞানের সাথে সামাজিক সম্পর্ক আমাদের ঐতিহাসিক কিন্তু বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যে প্রতাপশালী অবস্থা, হারাওয়ের বিশ্লেষণে তা ধরা পড়ে না। হারাওয়ে বিজ্ঞানকে বা অন্য কোনো কিছুকে অনিবার্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মনে না করলেও আজকের বিজ্ঞানের সাথে অপরাপর বিভিন্ন আধিপত্যশীল দলের, যেমন রাষ্ট্রের সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা পুঁজিপতির যে যৌথ আধিপত্য, এসকল আধিপত্যে পাশ্চাত্য কেন্দ্রিকতা, সে সমস্ত খানিকটা উল্লেখিত হলেও ঠিক যেন স্পষ্ট হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিস্কার তথা জ্ঞান ক্রমাগত আমাদের সাইবর্গে পরিণত করছে। এক্ষেত্রে আমরা মেনোপজ দশায় নারীর জন্য হরমন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপীর কথা বলতে পারি, লকের (১৯৯৩) কাজ থেকে আমরা কানাডা ও জাপানী সমাজের যে গল্প পাই, তাতে আমাদের সামনে সাইবর্গ হয়ে উঠার প্রক্রিয়াটি উন্মোচিত হয়। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি লকের কাজকে সাইবর্গ গল্প ধরি, তবে এই কাজ কি ধরনের মধ্যবর্তী রূপান্তরণ ঘটাতে পারে, তা আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি না। আমূল কোন বদল আশা না করলেও, বিজ্ঞান ও তার সহযোগিদের ভিন্ন কোন খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়নি কানাডা বা জাপানে। বরং বাংলাদেশের মত দেশে নারীর বৃদ্ধাবস্থা হরমন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপীর আওতায় চলে আসছে। যদিও আমরা লকের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, কিন্তু হারাওয়ের সাইবর্গের ধরণার সাথে মেলাতে পারি না। সমগ্র হারাওয়ের বিবেচ্য নয় বলে, বাংলাদেশে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর অভিজ্ঞতাকে জাপান ও কানাডার অভিজ্ঞতা দিয়ে বিবেচনা করা যাবে না। যদিও তিনি সর্বক্ষণই সাধারণ যোগযোগকারী ভাষার অনুসন্ধান করেছেন। ফলে গ্রীন রেভ্যুলেশনের ফলাফল, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুদূর ভয়াবহতা ইত্যাদিকে আমরা কিভাবে প্রযুক্তির সাথে ভাল অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখব? এধরনের বিজ্ঞানের প্রাবল্যকে কি সাইবর্গ প্ল্যাটফরম থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মধ্যবর্তী রূপান্তরণ আশা করা যায়?

অন্যদিকে আমরা বেশ কিছু সাইবর্গ লড়াইয়ের প্রচেষ্টা দেখি, যার একটি এখানে উল্লেখ করতে চাই, ডেভিস-ফ্লয়েড ও ডিউমিটের Cyborg Babies: From

Techno- Sex to Techno-Tots সাইবর্গ গর্ভধারণ, Techno ভ্রুণ, সাইবর্গ প্রসব, সাইবর্গ শিশুর বেড়ে উঠা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা দেখি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে যে সাইবর্গ সত্তা সকল সময় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধীন, এখানে তারা কেবলমাত্র অসহায় না হলেও ঐ জ্ঞানের তুলনায় তাদের সক্রিয়তা অতি নগণ্য। শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে খেলনা রোবট, কম্পিউটারের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি তার চিন্তা প্রক্রিয়াতে বিশাল প্রভাব ফেলছে। ফলে, যে শিশুরা এসবের মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে তারা আর অন্যসব শিশু যারা এগুলো নাগালের মধ্যে পায় না, তাদের চিন্তা জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। একই সমাজের সাইবর্গীকৃত পার্থক্য অসম করে তোলে তাদের সম্পর্ককে। এছাড়া সাইবর্গ কেবলমাত্র ঐসব জ্ঞানের ব্যবহারকারী, অধিকারী নয়। অর্থাৎ তার এ অসম্পূর্ণতা তাকে কি আরো অধীন করে না? খন্ডিত ও অসম্পূর্ণ এই শিশুদের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ সাইবর্গ লেখক কিংবা সাইবর্গ লড়িয়ে তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা কি ক্ষীণ হয়ে আসবে না?

নির্ভরশীলতা ও আধিপত্যের প্রসঙ্গে যন্ত্রকে নিয়ে মানুষের মনের আশঙ্কা আমরা নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও চলচ্চিত্রে ফুটে উঠতে দেখি। যেমন টারমিনেটর, রোবোকপ, ব্লেড রানার, স্পাইডারম্যান ইত্যাদি। হারাওয়ের কাজ এই প্রযুক্তিফোবিয়ার বিপরীতে। কিন্তু সামগ্রিকতার তত্ত্ব, সীমানা ভেঙে যাওয়াকে উদযাপন করার মধ্য দিয়ে এ ধরনের তাত্ত্বিকদের রাজনৈতিকতা হয়ে উঠে একধরনের বিচ্ছুরিত যুক্ততা যা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সীমিত থাকে (স্ট্যাবাইল, ১৯৯৭)। হ্যানেসি (১৯৯৪, স্ট্যাবাইলের লেখায় উদ্ধৃত, পৃ ৫১১) বলছেন, এধরনের তাত্ত্বিকরা এমন সাজেক্ট তৈরী করেন, যা নতুন, পুনর্নির্মিত এবং হালনাগাদকৃত, কিন্তু বহুজাতিক পুঁজিবাদের হেজেমনিক স্বার্থের সমর্থক। হারাওয়ের সাইবর্গের ক্ষেত্রেও আমাদের একই উপলব্ধি, সাইবর্গ গল্প লেখকগণও হবেন আসলে এলিট বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠীর ও বহুজাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থের বিপরীতে তাদের আবস্থান দেখা যাবে না। ভারতে, ভূপালে ১৯৮৪ সালে ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর রাতে ৪০ টন বিষাক্ত গ্যাস ইউনিয়ন কার্বাইড প্ল্যান্ট থেকে অবমুক্ত হলো, তাতে, ৩০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ৪০০০০ আহত হয়েছিল (মেইজ ও শিভা, ১৯৯৭), এধরনের বৈজ্ঞানিক তান্ডবের বিরুদ্ধে কি প্রতিরোধ সংঘটিত করা যায় সেধরনের কোন দিক নির্দেশনা আমরা সাইবর্গের ধারণায় স্পষ্ট পাই না। তবে হারাওয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ হিসাবে LAG র মত যে সাইবর্গ সমাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের কাছে অনেক কাজের মনে হয়েছে, যদিও হারাওয়ে উদাহরণ উল্লেখ করা ছাড়া এই আলোচনাকে নিয়ে বেশীদূর এগোননি। এক্ষেত্রে ইকোফেমিনিস্টদের প্রযুক্তি ফোবিয়াকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি, যদিও আমরা মেইজ ও শিভার (১৯৯৭) মত মনে করি না যে নারী মাত্রই প্রকৃতির কাছাকাছি। কিন্তু বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশের রাষ্ট্রে বহুজাতিক কোম্পানীর দ্বারা সংঘটিত

মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের অগ্নিকান্ডে নারীরা সামাজিক ও শারীরিকভাবে যে ক্ষতির স্বীকার হয়, তার বিরুদ্ধে নারীর সংঘটিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন, এতে দরকার হলে এধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধ করতে হলে, সে পদক্ষেপই নিতে হবে। কারণ আমাদের সিচুয়েটেড জ্ঞান থেকে জানি যে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গীকারে ঘাটতি থাকলে বহুজাতিক কোম্পানী তার বৈজ্ঞানিক দোসরদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। একারণে আমরা আশা করতে পারি না যে সাইবর্গ লেখালেখি এককভাবে বিজ্ঞানের সাথে সামাজিক যোগসূত্র তৈরী করতে পারবে, যাতে সকল সমাজের মানুষের জন্য উপযোগী বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সর্বক্ষণ সংগঠিত থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

তবে এই ধরনের গল্প লেখা নিশ্চিত করেই আমাদের সামনে নতুন সম্পর্ক ও সাইবর্গ অবস্থাকে উন্মোচন করে, কিন্তু এই উন্মোচন থেকে ক্রমাগত হাতড়েও আমরা কোন গন্তব্য পাই না। বিশেষ করে অসমতাহীন, আধিপত্যহীন সকল ব্যবধান ঘুঁচে যাওয়ার গন্তব্য।

টীকা

১ আঠারো শতকের পর থেকে ফুকোর বিবেচনায় পূর্বের দমনমূলক ক্ষমতার জায়গায় আধুনিক শৃঙ্খলার ক্ষমতার আবির্ভাব হয়। এই শৃঙ্খলায় কিছু কৌশল মানুষের উপর প্রয়োগ করে যার মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বাড়ায় আবার নিয়ন্ত্রণমূলক করে তোলে। মনোবিজ্ঞান ও জৈবচিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃত করা যায়। শরীরকে যন্ত্র হিসাবে দেখে শিক্ষণযোগ্য (docile) ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলা হয়। শরীরকে জীবনের উপায় ও জৈবিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে দেখা হয়, যা মাপা হয়- জন্ম মৃত্যু হার, স্বাস্থ্যমান, বেঁচে থাকার হার ইত্যাদির মাধ্যমে। একে বায়োপলিটিক্স বলা হয়।

২ ফ্যালোসেন্ট্রিক শব্দটি এসেছে লাকানিয়ান মনঃবিশ্লেষণ থেকে, যা পিতৃতান্ত্রিক প্রতিকী নীতি কে বোঝায়, এতে ফ্যালাস হচ্ছে প্রাথমিক দ্যোতক অর্থাৎ ব্যাটাগীরিকে মেয়েলীপনার চেয়ে উপরে স্থান দেয়া হয়। এখানে লাকান ফ্যালাসকে পুরুষ লিঙ্গ থেকে আলাদা করছেন। নারী বা পুরুষ কারোই সেই অর্থে ফ্যালাস থাকে না, কেবল উভয়েরই প্রতিকী নীতির সাথে অসম অবস্থানের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক থাকে। ফ্যালোসেন্ট্রিস্‌ম বলতে বোঝানো হয় ঐ সব ডিসকোর্সকে যা চিহ্নের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফ্যালিক আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখে। এর মতই আর একটি পদ হলো ফ্যালোগোসেন্ট্রিক, যার অর্থ ফ্যালোসেন্ট্রিকতার সাথে যুক্ত এবং সাথে যে কোন ডিসকোর্স যুক্ত হয় যা, চিহ্নের মাধ্যমে পৃথিবীর ফ্যালিক আধিপত্যকে প্রকাশ করে।

৩ হারাওয়ে অবিনির্মাণের বিপরীতে মধ্যবর্তী রূপান্তরণের প্রস্তাব করেন। অবিনির্মাণ বলতে দেরিদা বোঝাতে চেয়েছেন এমন ধরনের টেক্সচুয়াল বিশ্লেষণ যা অগ্রাধিকার পাওয়া অর্থের মধ্যে যে অন্যান্য অর্থ লুক্কায়িত এবং অবদমিত থাকে তা উন্মোচন করে। হারাওয়ে সাইবর্গ গল্প বলার মধ্যে এরকম অবদমিত বা লুক্কায়িত অর্থ খুঁজতে চান না, কিন্তু মধ্যবর্তী রূপান্তরণ করতে চান। তবে মধ্যবর্তী রূপান্তরণের চেহারা কি হবে তা তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেন না।

৪ মার্কস তার Poverty of philosophy (অধ্যায় ২, অনু ৫) তে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান প্রসঙ্গে বলেন, অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে প্রথমেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ

অর্থনৈতিক কারণে এই শ্রেণী ইতোমধ্যেই পুঁজির সাপেক্ষে শ্রমিকে রূপান্তরিত কিন্তু তখনও তারা তাদের জন্য শ্রমিক শ্রেণীতে (class for itself) রূপান্তরিত হয় না। সংগ্রামের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের জন্য শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়।

৫ Livermore Action Group, সাইবর্গ দল যারা উইচ, ইঞ্জিনিয়ার, বৃদ্ধ, বিকৃত, খ্রীস্টান, মা ও লেনিনিস্টদের রাষ্ট্রের পরমাণু কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছিল।

তথ্যসূত্রঃ

Andermahr, S., Lovell, T. and Wolkowitz, C. (eds.) (1997) *A Concise Glossary of Feminist Theory.* London, New York: Arnold.

Bottomore, T (ed.) (1983) *A Dictionary of Marxist Thought*, England: Basil Blackwell Publisher Limited.

Davis-Floyd, R and Dumit, J (eds.) , (1998) *Cyborg Babies: From Techno- Sex to Techno-Tots,* New York and London: Routledge.

Featherstone,M. and Burrows, R (eds.) (1995) *Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment*, London: Sage.

Haraway, D, (1991), A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century; in *Symians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature.* London: Free Association Books.

------------ (1991), Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective; in *Symians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature.* London: Free Association Books.

Holland, S. (1995), Descardes Goes to Hollywood: Mind, Body and Gender in Contemporary Cyborg Cinema, in Featherstone,M. and Burrows, R (eds.) (1995) *Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment*, London: Sage.

Lock, M. (1993), The Politics of Mid-Life and Menopause: Ideologies for the Second Sex in North America and Japan, in Lindenbaum, S. and Lock, S (eds.) *Kwoledge, Power & Practice: The Anthropology of Medicine and Everyday Life.* Los Angeles: University of California Press.

Mautner, Thomas (1996.2000)(ed.) *The Penguine Dictionary of Phillosophy*, London. Penguine Books.

Miese, Maria & Vandana Shiva (1997), Ecofeminism, in Kemp, Sandra & Judith Squires (eds.), *Oxford Readers: Feminism*, Oxford, NewYork. Oxford University Press.

Rabinow, Paul ([1986], 1991), *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault's Thought*, London, Penguine Book.

Stabile, Carol (1997), Feminism and the Technological Fix, in Kemp, Sandra & Judith Squires (eds.), *Oxford Readers: Feminism*, Oxford, NewYork, Oxford University Press.

Turkle, S. (1998), Cyborg Babies and Cy-Dough-Plasm, in Davis-Floyd, R and Dumit, J (eds.) , (1998) *Cyborg Babies: From Techno- Sex to Techno-Tots,* New York and London: Routledge.